ইত্তেফাক ২০৫
তারিখ ... 21 NOV 1997
পৃষ্ঠা ...
কলাম ...

বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে ঢাকা

সবই ভালো শুধু সমস্যা সন্ত্রাস

এ দেশ তাদের কাছে 'বিদেশ-বিভুঁই'। খণ্ড প্রবাস। উচ্চ শিক্ষার আশায় সহস্র-যোজন পথ পেরিয়ে তবে এদেশে আসা। এদের কেউ একটিমাত্র সীমান্ত রেখা ডিঙ্গিয়ে, কেউ আবার 'সাত সমুদ্দুর তের নদীর' ওপার থেকে এসেছে। এদেশের বৈচিত্র্যঘেরা প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে খণ্ডকালীন অতিথি তারা। নগরজীবনের অতিথি। বসবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মতো তাদেরও অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতায় দিন যাপন। ঢাকা বলতে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশ-প্রতিবেশ। ক্যাম্পাসের ঘটনাপ্রবাহে নীরবে-সরবে তারা অংশীদার।

প্রায় একশ' জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী থাকে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল আর বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে। এই হলগুলোতে ৬১ জনের নামে সীট বরাদ্দ থাকলেও সীটের অভাবে গেষ্ট হিসেবে প্রায় ৩০/৪০ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী থাকে।

> শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে পবিত্র জায়গা। এখানে কিভাবে রাজনীতি হয়? সন্ত্রাস হয়-গুলীতে ছাত্র মারা যায়। ভাবাই যায় না। এটা বোধহয় বাংলাদেশেই কেবল সম্ভব।

এদের মধ্যে সোমালিয়া এবং নেপালের ছাত্র-ছাত্রীই বেশী। এছাড়া ইরান, ফিলিস্তিন, ভারত, ভুটান, সৌদি আরব, নাইজেরিয়া, জর্দান, মারিশাস, শ্রীলংকা এবং মালয়েশিয়ার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ বিদেশীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ এবং বিভিন্ন ইন্সটিটিউটে পড়াশুনা করছে।

বিদেশী এই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ঢাকা শহর কেমন? ৪ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পাঠরত সোমালিয়ার তরুণ মোস্তফা বলল-ট্রাফিক জ্যামের শহর। শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশ ভালো লাগে না। অল্প জায়গায় এতো দালানকোঠা। হাইরাইজ বিল্ডিং উঠছে তো উঠছেই। পরিকল্পনা নেই। আর মাথায় মাথায় মানুষ। এতো মানুষ পৃথিবীর কোন শহরে আছে কিনা খোদা জানেন। তবে মোস্তফার খুব ভালো লাগে এ শহরের মানুষের অকৃত্রিম সুহৃদ ব্যবহার। মোস্তফার বাবা-মা থাকেন হল্যান্ডে। তার মাষ্টার্স পরীক্ষা চলছে এখন। পরীক্ষাশেষে ও হল্যান্ডে চলে যাবে। মোস্তফার মতে-এ দেশের মতো এতো আন্তরিক বন্ধুবৎসল লোক পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

সৌদি আরবের তরুণ ইমাদ গত ২৫ সেপ্টেম্বর হরতালের পর তার দেশে ফোন করতেই তার মা বলেছেন, 'ঢাকাতে তোর পড়াশুনার প্রয়োজন নেই। তুই চলে আয়। অন্য দেশে গিয়ে পড়বি। আমি প্রতিরাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্নে কেবল লাশ দেখি।'

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল বিভাগের তৃতীয়বর্ষের ছাত্র ইমাদ বলল, মা-বাবা টেলিভিশনে এদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার দৃশ্য দেখেন। শোনেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাগুলীর খবর, আর এসব দেখে-শুনেই সৌদিতে বসে উতলা হয়ে পড়েন। ইমাদের কাছে ঢাকা শহরটা খুবই জঘন্য মনে হয়। এতো ঘনবসতি যে অস্বস্তি বোধ করে সে। এখানকার লোকজন এতো গরীব যে তার কল্পনারও বাইরে। ঢাকার বাইরে ইমাদের যাওয়া হয়নি এখনো। এ কারণে ঢাকাটাকেই বাংলাদেশ মনে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের মাষ্টার্স শেষবর্ষের ছাত্র সোমালিয়ান আবদুর রহমানের কাছে ঢাকা শহরটাকে এখন নিজের শহরের মত একান্ত মনে হয়। তবে এখানকার যানজট তার কাছে অসহনীয়। আব্দুর রহমান বললো, ঢাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা ভালো না। রিক্সা আর বেবীট্যাক্সীর সংখ্যা এতো বেশী যা মোগাদিসুতে ভাবাই যায় না। এখানে আব্দুর রহমানের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা প্রচুর। আড্ডা দিতে তার খুব ভালো লাগে। সে জানাল, ঢাকার মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির। তবে গ্রাম এলাকার মানুষ খুবই সরল প্রকৃতির এবং অতিথিবৎসল। মাষ্টার্স পরীক্ষাশেষে আব্দুর রহমান সোমালিয়ায় ফিরে গেলেও সময় পেলেই এদেশে বেড়াতে আসবে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী সোমালিয়ার তরুণী লিমা থাকে শামসুন্নাহার হলে। ঢাকা শহর তার মোটামুটি ভালোই লাগে। ঢাকার মানুষের অমায়িক ব্যবহার মুগ্ধতায় ঘিরে নেয়।

সোমালিয়ান আরেক তরুণ ইয়াসিন ব্যবস্থাপনা বিভাগে পড়াশুনা করছে। ঢাকা শহর ইয়াসিনের বড়ই অপছন্দ। এখানকার মানুষজনকেও তার খুব যান্ত্রিক মনে হয়। ইয়াসিনের ধারণা ঢাকার অধিকাংশ মানুষ রাজনীতি ছাড়া কিছু বোঝে না। সন্ত্রাস, ছিনতাই, হানাহানি, গোলাগুলী ছাড়া ঢাকার কথা হয়তো কারো মনে রেখাপাত করবে না ভবিষ্যতে। তার ধারণা, এখানকার রাজনীতি খুবই নোংরা। ইয়াসিন ঢাকার বাইরে যায়নি কখনো এজন্য ঢাকা ছাড়া অন্য কোন জায়গা সম্পর্কে তার ধারণা অস্পষ্ট।

সৌদি আরবের তরুণ ফয়সাল বললো, ঢাকার মানুষের এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম অনুসরণযোগ্য। হাইটেকের ধাবমান বিশ্বের সাথে এগিয়ে যাওয়ার যে তীব্র প্রচেষ্টা তা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কম চোখে পড়বে। ফয়সালের ধারণা-এখানে বড় বাধা অসুস্থ রাজনীতি চর্চা। রাজনৈতিক অস্থিরতা এদেশের সবকিছুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। ডেন্টাল কলেজের ছাত্র ফয়সালের কাছে ঢাকা শহরটাকে কখনো ভালো আবার কখনো অস্বস্তিকর মনে হয়। যখন মারামারি, হাঙ্গামা, রাস্তা বন্ধ করে জনসভা হয়, কিংবা ট্রাফিক জ্যামে সব কিছু স্থবির করে দেয় তখন খুবই খারাপ লাগে। আবার যখন বিশেষ দিনে উৎসবে আমোদে ঢাকা আলোকিত হয় তখন তার খুব ভালো লাগে। ফয়সাল বলল, ঢাকা একটি অপরিকল্পিত শহর। পৃথিবীর কোন শহরে এখানকার মতো মানুষ গিজগিজ করে না। ফয়সাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির কথা ভাবতেই পারে না।

ফয়সালের কথার রেশ টেনেই সোমালিয়ার আলী বলল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে পবিত্র জায়গা। এখানে কিভাবে রাজনীতি হয়? সন্ত্রাস হয়- গুলীতে ছাত্র মারা যায়। ভাবাই যায় না। এটা বোধহয় বাংলাদেশেই কেবল সম্ভব।

লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র আলী বাংলাদেশের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীতে মুগ্ধ। তবে ঢাকাকে যানজট আর বিষাক্ত ধোঁয়ার শহর মনে হয় তার কাছে। ঢাকার মানুষের অকৃত্রিম ব্যবহারে মুগ্ধ আলী। আলী বলল, দীর্ঘদিন বাংলাদেশে কাটালাম অথচ ঢাকার বাইরে অন্য কোন জেলায় যেতে পারলাম না। কেউ উৎসাহী হয়ে আমাদের নিয়ে যায়নি। তাই মনে হয়-ঢাকাকেই চিনলাম আর বিশাল বাংলা অচেনাই রয়ে গেল।

❑ আনোয়ার আলদীন

আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের মাঠে বিদেশী ছাত্ররা ফুটবল খেলছে